Vol. 42 | No. 2 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরবি কাব্যে রাসুলুল্লাহ (সা:) এর প্রশস্তি গাথা

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল মুনিম খান
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.7
Pages	112-133
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আরবি কাব্যে রাসুলুল্লাহ (সা:) এর প্রশস্তি গাথা

মুহম্মদ আবদুল মুনিম খান*

পটভূমি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা:) আদর্শ জীবনচরিত নিয়ে কবিতা লিখেছেন। রাসুলুল্লাহর (সা:) প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভালবাসা, হৃদয়ের আর্তি ও পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে নবীপ্রেমিক কবিকুলের না'ত-ই-রাসূল রচনায়। রাসুলুল্লাহর আবির্ভাবের পর আরবদেশে ইসলাম এক নতুন জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলন শুরু করলে ইসলামের শত্রু কুরাইশ দলপতিদের নির্দেশে জাহেলী যুগের আরব কবিরা তাদের সনাতনী কাব্য প্রতিভা ও কবিতার মাধ্যমে আক্রমণ চালিয়ে আন্দোলন বানচাল করতে অপপ্রয়াস চালায়। এমনকি এসব কবি জাহেলী যুগের প্রথায় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের প্রতি নিন্দা ও ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা শুরু করলো। রাসুলুল্লাহ (সা:) তখন এসব অসংযমী কবিদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর আহ্বানে বিশিষ্ট সাহাবী হাস্সান বিন সাবিত আল-আনসারী (মৃ. ৬৭৪ খ্রি.), কা'ব বিন যুহায়ব (মৃ. ২৪ হি.), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (মৃ. ৬২৯ খ্রি.), কা'ব বিন মালিক (মৃ. ৬৭৯ খ্রি.) প্রমুখ কবি রাসুলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর পিতৃপুরুষের বংশ মর্যাদা, শৌর্য-বীর্যের প্রশংসা ও সগর্ব বর্ণনায় এবং প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সচেষ্ট হন।[১]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর অমিয় বাণী, শুভদ শিক্ষা এবং আল-কুরআনের মহান দিক নির্দেশনা আরববাসীদের মনের আকাশে ইসলামি চিন্তাধারায় এক নব দিগন্তের সূচনা করে। আরবের কবি-সাহিত্যিকগণ পবিত্র কুরআনের মহান

---

* পিএইচ-ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১২৮-১২৯ ; শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদব আল-আরবী, ২য় খণ্ড*, কায়রো, দার আল-মাআরিফ তা. বি., পৃ. ৪৭

শিক্ষা, রাসুলুল্লাহর মতাদর্শ ও জীবনচরিত নিজেদের কাব্যকর্মে রূপায়িত করতে নিবিষ্টচিত্ত হলেন। রাসুলুল্লাহ (সা:) নিজেও কবিতার সমঝদার হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁদের জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করলেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতাও করলেন। এমনকি প্রতিভাবান কবিকে পুরস্কৃত করে তাঁদের কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতিও প্রদান করলেন।[২] বক্ষমান নিবন্ধে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ অনুসারে উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি বঙ্গানুবাদসহ রাসুলুল্লাহর প্রশস্তি বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি।

ইসলামি যুগ

ইসলামি যুগে রাসুলুল্লাহর প্রশস্তি গাথা রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহাবি কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা:), কা'ব বিন যুহায়র, আল-আ'শা, নাবিগা আল-জা'দী, হযরত উমর ফারুক (রা:) ও হযরত ফাতিমা আয্-যাহ্‌রা (রা:) সহ অনেকেই রাসূলের শানে স্তুতি নিবেদন করে শোকগাথা, কবিতা ও না'ত রচনা করেছেন।

হাস্‌সান বিন সাবিত (রা:)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবি কাব্যে রাসুলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তিতে সর্বাধিক স্তুতিগাথা রচনা করেছেন মহানবীর দরবারি কবি হাস্‌সান বিন সাবিত আল-আনসারী। তিনি তাঁর অসাধারণ কাব্য প্রতিভাকে ইসলামের খেদমতে উৎসর্গ করে 'শা'ইর আল-রাসূল' (شاعر الرسول) বা 'রাসূলের কবি' রূপে আখ্যাত হন। রাসুলুল্লাহ (সা:) কবি হাস্‌সানের জন্য মদিনার মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করে দিয়েছিলেন, যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি ইসলামি কবিতা আবৃত্তি করতেন।[৩]

রাসুলুল্লাহর (সা:) নির্দেশে ইসলামের ঘোর শত্রু আবু সুফিয়ানের কুৎসামূলক কবিতার উত্তর দিতে গিয়ে হাস্‌সান (রা:) তাঁর কাব্যশৈলীর তীক্ষ্ণ ধার দিয়ে শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করেছিলেন। কবি হাস্‌সান রাসূলের বিরোধিতাকারীদের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন, যাতে রাসুলুল্লাহর (সা:) নন্দিত গুণাবলি পরিস্ফুট হয়েছে। কুরাইশ নেতৃস্থানীয় দলপতিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে রাসুলুল্লাহর (সা:) সুমহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত মোহনীয় ভাষায় রূপায়িত করে

২. আবদুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৩
৩. *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১২৯

প্রণয়গীতের অবতারণা করে প্রেয়সীর সৌন্দর্য ও তার বাহন উষ্ট্রীর প্রশংসা করেছেন। তারপর রাসুলুল্লাহর (সা:) দরবারে অনুতপ্ত হয়ে নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে নতুন ভঙ্গিতে রাসুলুল্লাহ (সা:) ও মুহাজিরগণের প্রশস্তি গেয়েছেন। কবির ভাষায় :[৮]

أنبئتُ أن رسول الله أوعدني ** والعفو عند رسول الله مأمول

فقد أتيتُ رسول الله معتذرا ** والعذر عند رسول الله مقبول

مهلا هداك الذي أعطاك نا ** فلة القرآن فيها مواعيظ و تفصيل

"আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসুলুল্লাহ (সা:) আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, তবে রাসুলুল্লাহ (সা:) এর নিকট ক্ষমার আশা করা যায়। অতঃপর আমি রাসুলুল্লাহ (সা:) এর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হিসেবে আগমন করেছি, আর রাসুলুল্লাহ (সা:) এর নিকট ওযর-আপত্তি গৃহীত হয়ে থাকে। (হে রাসূল!) আমাকে কিছু সময় দিন, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন, যিনি আপনাকে অতিরিক্ত অনুগ্রহস্বরূপ 'আল-কুরআন' দান করেছেন, যাতে রয়েছে উপদেশমালা ও বিশদ ব্যাখ্যা।"

কবি রাসুলুল্লাহর (সা:) ন্যায় ধৈর্য ও বীরত্বের প্রতীক মুহাজিরগণের প্রশংসায় বলেন :[৯]

إن الرسول لنور يستضاء به ** مهند من سيوف الله مسلول

في عصبة من قريش قال قائلهم ** ببطن مكة لما أسلموا زولوا

"নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সা:) এর এমনি এক জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা, যার থেকে আলো লাভ করা যায়। তিনি মহান আল্লাহর তরবারি সমূহের মধ্যে একটি উত্তম ভারতীয় কোষমুক্ত তরবারি। তিনি কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।"

আরবি কাব্য সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব কবি কা'বের অনবদ্য অবদান ও অমর সৃষ্টি রাসুলুল্লাহর (সা:) স্তুতিমূলক কাব্যগুচ্ছ 'বানাত সু'আদ'। তাঁর এ অবিস্মরণীয় কাব্য সমগ্র আরবি সাহিত্যে এক আলোড়ন ও বিস্ময়কর রেকর্ড সৃষ্টি

---

৮. *আল ইসলাম ফী শি'র শাওকী*, পৃ. ৮৩-৮৪, উদ্ধৃত *দীওয়ানে কা'ব বিন বিন যুহায়র*, পৃ.৬

৯. আলী মুহসীন সিদ্দীকী, *কা'ব বিন যুহাইর আওর কাসীদাতু বানাত সু'আদ*, করাচি, মাকতাবয়ে ইসহাকিয়া, ১৯৬৮, পৃ. ৯৯৬-৯৯

করেছে। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে এর জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাবিগা আল-জা'দী

নাবিগা আল-জা'দী (মৃ. ৬৭৭) আরবের অন্যতম বিখ্যাত দীর্ঘজীবী কবি ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগেই মদ্যপান, মূর্তিপূজা ও জুয়া ত্যাগ করে রাসুলুল্লাহর (সা:) দরবারে উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনা শরীফে এসে ইসলাম গ্রহণের সময় কবি রাসুলুল্লাহর (সা:) প্রশংসায় একটি কাসীদা আবৃত্তি করেন, যা শুনে মহানবী অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন। ঐ কাসীদায় কবি মানবজাতিকে আলোর পথ প্রদর্শনের জন্য আল-কুরআন ও হিদায়াত বয়ে নিয়ে আসায় রাসুলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তি গেয়ে বলেছেন :[১০]

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ** يتلـون كتابا كالمجرة نيرا

بلغنا السماء مجدنا وجـــدودنا ** إنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

" আমি রাসুলুল্লাহ (সা:) এর নিকট আগমন করেছি, যিনি হিদায়াত নিয়ে এসেছেন, আর তিনি এমন একটি ঐশী গ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করেন, যা ছায়াপথের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল। আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরব আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, আর আমার তার চেয়ে উর্ধে (বেহেশতে) আরোহণ করার আশা পোষণ করি।"

আল-আ'শা

হিজরি প্রথম শতকান্তে অনেক কবি রাসুলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তিতে কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তন্মধ্যে আল-আ'শার (মৃ. ৬২৯) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি জাহেলী যুগের একজন সুবিখ্যাত দীর্ঘজীবী কবি। মহানবীর মদীনায় হিজরতের পরও তিনি বেঁচে ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি রাসুলুল্লাহর (সা:) আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে মদীনা শরীফের পথে যাত্রা করেছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহর (সা:) শানে একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন, যার প্রথমাংশে প্রাক্-ইসলামি যুগের স্টাইলে নবীর প্রশস্তি রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এটি তাঁর অন্যতম উৎকৃষ্ট রচনা। রাসুলুল্লাহর (সা:) প্রশংসায় রচিত কাসীদার সূচনা পর্বে কবি

---

১০. *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৪৯

আল-আ'শা স্বীয় উষ্ট্রীকে লক্ষ্য করে বলেন :[১১]

فآليتُ لا أرثي لها من كلالــــة ** ولا من حفى حتى تزور محمدا
متى ما تناخي عند باب ابن هاشم** تريحي وتلقى من فـواضله يدا
نبي يرى ما لا تــــرون فذكره ** أغار لعمري- في البلاد وأنجدا

"আল্লাহর কসম! উষ্ট্রীর ক্লান্তিতে বা পায়ের সরুতায় আমার চিন্তা নেই, যতক্ষণ না সে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নিকট পৌঁছে। যখনই তুমি বনু হাশিমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াও, আর পান কর বখশিশের সুধা, তবেই তোমার হৃদয় জুড়াবে। তিনি এমন নবী, যিনি দেখতে পান যা তোমরা দেখ না ; আমার জীবনের শপথ! তাঁর মহিমান্বিত সুখ্যাতি দ্রুত দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।"

আল-আ'শার কবিতায় ভাষার লালিত্য, ভাব বর্ণনা, গঠন সৌকর্য ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁর কবিতায় রাসূল প্রশস্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জন্য কুরাইশরা তাঁর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে।

স্বল্প সংখ্যক কবিই রাসূলুল্লাহর (সা:) সাক্ষাতে তাঁর প্রশস্তির সুযোগ লাভ করেছেন। কেননা, নবীজি নিজ প্রশংসায় তাদের উৎসাহিত করেননি এবং তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব ও প্রশংসা উন্মুখ ছিল না। অবশ্য কোন কোন কবিকে কবিতা রচনায় উৎসাহ দানের পশ্চাতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিক কবিগণ রচিত কবিতার উত্তর দানের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন ছিল। উল্লেখিত কবিগণ ছাড়াও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামগণের রচিত কবিতার কথা আমরা কম-বেশি জানি। কবিতা সম্পর্কে মহানবীর নীতি, আদর্শ ও মনোভাবই ছিল তাঁদের স্বকীয় চিন্তাধারা ও মতাদর্শ। রাসূলুল্লাহর (সা:) ন্যায় তাঁরাও ভাল কবিতাকে পছন্দ করতেন এবং মন্দ কবিতাকে ঘৃণা করতেন। তবে কবিতা রচনা তাঁদের পেশা বা নেশা কিছুই ছিল না।

হযরত উমর ফারুক (রা:)

খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা:) কবিতা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন এবং নিজেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা সবকিছুই

---

১১. *আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী*, পৃ. ৭২-৭৩, উদ্ধৃত *দীওয়ান আল-আ'শা*, পৃ. ১৩৫ ; আহমাদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহির আল-আদব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯

নিয়ন্ত্রিত ছিল ইসলাম ও রাসুলুল্লাহর (সা:) আদর্শ দ্বারা, যা তাঁর বেশ কিছু কবিতার চরণে অত্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি মহানবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন :[১২]

الحمد لله ذي المنّ الذي وجبت ** له علينا أياد ما لها غــيـــر

وقد بدأنا لكذبنا فقــــــال لنا **.صدق الحديث نبي عنده الخبر

فقلتُ أشــــــــهد أن خلقنا ** وإن أحمد فينا اليوم مشتهـــر

نبي صادق أتى بالحق من ثقــة ** وافي الأمانة ما في عوده خور

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অনুগ্রহকারী, তাঁরই প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য, অন্য কারো নয়। আমরা মিথ্যায় ডুবেছিলাম, তারপর তিনি সত্য কথা বললেন, তিনি যে নবী তাঁর কাছে তো সকল খবর আছে। অনন্তর আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আর আহমাদ আজ আমাদের মাঝে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সত্যনবী, পূর্ণ আশ্বাসে, পূর্ণ ভরসায় তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন। তিনি পূর্ণরূপে আমানত আদায়কারী, তাঁর পথে কোন যুল্ম নেই।"

পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলের শানে খলিফা_হযরত উমর (রা:) নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করেন:[১৩]

ألم تر أن الله أظهـــــــر دينه ** على كل دين قبل ذلك حائــد

فأمسى رسول الله قد غز نصره ** وأمسى عداه من قتيل وشارد

"তুমি কি দেখছ না যে, আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীন (ইসলাম)কে সকল দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ইতোপূর্বে তারা সঠিক রাস্তা থেকে দূরে ছিল। পরে রাসূলুল্লাহ (সা:) এলেন, যাঁর সাহায্য খুবই শক্তিশালী, আর তাঁর শত্রুরাও এলো, যাদের বহু নিহত এবং পলায়নকারী।"

---

১২. *আল সীরাত আল-নাবাবিয়্যা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৩২৫

১৩. জাবী যাদাহ আলী ফাহমী, *হুসনুস সাহাবা*, ১৩২৪, ১ম খণ্ড, মিসর, পৃ. ৩২৪-৩২৫

হযরত ফাতিমা আয্‌-যাহরা (রা:)

মহানবীর (সা:) সর্বাধিক স্নেহের দুহিতা ও হযরত আলীর (রা:) প্রাণপ্রিয় পত্নী হযরত ফাতিমা আয-যাহ্‌রা (রা:) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা:) ইন্তেকালের পর আবৃত্তিকৃত শোকগাঁথাগুলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। নবী করীমের এন্তেকালে তিনি শোক প্রকাশ করে যে কবিতা আবৃত্তি করেন তার ক'টি চরণ এখানে উদ্ধৃত হলো:[১৪]

أغبر آفاق السماء وكوّرت ** شمس النهار وأظلم العصران

فالأرض من بعد نبي كئيبة ** آسفا عليه كثيرة رجفان

فليبكه شرق البلاد وغربها ** ولتبكه مضر وكل يمان

وليبكه الطود المعظم جوده ** والبيت ذو الأستار والأركان

يا خاتم الرسل المبارك ضوءه ** صلى عليك منزّلُ القرآن

"আকাশের প্রান্ত ধূলিময় মলিন হয়ে গেছে, দিবসের সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, আর দিবারাত্রি সবই অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই নবী (সা:)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর উপর আফসোস ও আক্ষেপ বশত পৃথিবী বিষণ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, অত্যধিক ভীত ও কম্পমান হয়ে পড়েছে। সুতরাং পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মানুষ তাঁর জন্য ক্রন্দন করুক, আর মুদার গোত্র ও সমগ্র ইয়ামানবাসীও ক্রন্দন করুক। আর তাঁর জন্য ক্রন্দন করুক বৃহৎ পর্বতরাজি, বৃষ্টি-বাদল এবং পর্দাঘেরা ও থাম বিশিষ্ট গৃহগুলো। হে সর্বশেষ রাসূল! যার নূর অত্যন্ত বরকতময়, আপনার উপর আল-কুরআন অবতরণকারী (আল্লাহ্‌ পাক) শান্তি বর্ষণ করুন।"

রাসূলুল্লাহর (সা:) শোকে হযরত ফাতিমা (রা:) যে কত শোকাতুর হয়ে পড়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি রাসূলের শানে নিবেদিত কবিতার মাধ্যমে। যেমন পিতার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি আবৃত্তি করেন:[১৫]

إنا فقدناك فقد الأرض وابلها ** وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب

فليت قبلك كان الموت صادفنا ** فما نعيت وحالت دونك الكتب

---

১৪. আবদুল্লাহ আল-হামিদ, *শি'র আল জাওয়াহ আল ইসলামিয়্যা*, রিয়াদ, সৌদী আরব, ১৯৮৫, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

১৫. ইবনে আব্দ রাব্বিহ্‌, *আল-ইক্‌দ আল-ফারীদ*, ২য় খণ্ড, মিসর, ১৯৩৫, পৃ. ১৬২ ; জাবী যাদাহ আল-ফাহ্‌মী, হুসনুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬

"বৃষ্টি ছাড়া মাটির যে অবস্থা হয় আপনাকে হারিয়ে আমাদেরও সে অবস্থা হয়েছে। আর আপনি যে দিন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন, সেদিন থেকে ওহী এবং কিতাবও আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। অনন্তর হায়! আপনার পূর্বেই যদি মৃত্যু আমাদেরকে নিয়ে যেতো, তাহলে আমি কখনও বিলাপ করতাম না ; আর আপনার ও আমার মধ্যে মাটির স্তূপ ব্যবধান সৃষ্টি করতো না।"

আব্বাসীয় যুগ

আব্বাসীয় যুগে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বহু কবি ভাষা এবং ভাবে ইসলামের আদর্শ ও মুসলিম স্বাজাত্যবোধ ব্যাখ্যা করে কবিতা রচনা করেছেন। এ যুগেও রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা রচিত হয়েছে, রচয়িতাগণের মধ্যে কবি শরফুদ্দীন আল-বু'সিরী ও আবুল আ'লা আল-মাআ'ররীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শরফুদ্দীন আল-বু'সিরী

শরফুদ্দীন আল-বু'সিরী মিসরের একজন বিখ্যাত মরমী কবি ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তিতে বেশ কয়েকটি কাসিদা রচনা করেন। তন্মধ্যে 'কাসিদা আল-বুরদা' উল্লেখযোগ্য।

আল-বু'সিরীর 'কাসীদা আল-বুরদা' (قصيدة البردة) শীর্ষক না'ত-ই-রাসূলটি অত্যন্ত সুখ্যাতি ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

লোক-পরম্পরায় 'কাসিদা আল-বুরদা'-এর খ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে অবনতমস্তকে মহানবীর (সা:) প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শোকে-দুঃখে, বিপদে-আপদে 'কাসিদা আল-বুরদা' আবৃত্তি দ্বারা মহান আল্লাহর দরবারে আকুল হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও মঙ্গল কামনা করতেন। এজন্য এ কাসিদাকে কেউ কেউ 'কাসিদা আল-বুরআ' বা 'বুর' (রোগমুক্তির কবিতা) নামে অভিহিত করতো।[১৬]

আল-বু'সিরী দশটি অধ্যায়ে ১৮৩ চরণ বিশিষ্ট তাঁর কাসিদা আল-বুরদার সূচনায় প্রেমোদ্দীপক ভূমিকার অবতারণা করে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহ্বান এবং রিপু ও অকল্যাণ পথের অনুসরণের প্রতি সতর্কতা প্রদান করতঃ রাসূলুল্লাহর (সা:) পূত-

---

১৬. মুজীবুর রহমান, *সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ*, পৃ. ২৭

পবিত্র জীবনচরিতের প্রতি ইঙ্গিত দেন, তারপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথার সংযোজন সহকারে মহানবীর সুমহান চারিত্রিক মাধুর্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করে বলেন :[১৭]

محمد سيد الكـــــونين والثقلين ** والفريقين من عرب ومن عجم
نبينا الأمر الناهـــي فـــلا أحـد ** أبر في قول لا منه ولا نعـــم
هو الحبيب الذ ترجـــى شفاعتـه ** لكل هول من الأهوال مقتحـــم
ـعا إلى الله فالمست مسكون به ** مستمسكون بحبل غير منفصم
فاق النبيين في خلق وفي خلـــق ** ولم يدانواه في علم ولا كـرم

"হযরত মুহাম্মদ (সা:) ইহকাল ও পরকালের প্রধান ব্যক্তি এবং মানুষের ও জ্বিনের এবং আরব ও আজম উভয় সম্প্রদায়ের নেতা। আমাদের নবী করীম (সা:) ভাল কাজ করতে আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন। সুতরাং "হাঁ" বা "না" বলতে তাঁর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কেউ নেই। তিনি মহান আল্লাহর বন্ধু, যাঁর শাফা'আতের আশা করা যায় কঠিন ভয়াল দিনে, যাতে মানুষ পড়তে বাধ্য। তিনি (মানুষকে) মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, অনন্তর তাঁকে যারা আঁকড়িয়ে ধরে তাঁরা এমন এক রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরে যা ছিন্ন হবার নয়। তিনি আকৃতিতে এবং চরিত্রে সমস্ত নবীগণকে অতিক্রম করে গিয়েছেন, বিদ্যায় ও বদান্যতায় তাঁর সন্নিকটে কেউ পৌঁছাতে পারেন নি।"

'কাসিদা আল-বুরদা'র প্রতি প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান শ্রদ্ধাশীল, অনেকে আবার এ বরকতময় কাসিদা মুখস্থও করেন। অনেকের ধারণা এর অন্তরালে রয়েছে যাদু শক্তি। এজন্য এটা অশুভ শক্তি তাঁড়ানোর পক্ষে মন্ত্রস্বরূপ। ইমাম বু'সিরী রচিত ইসলামি ভাবধারাপূর্ণ এ কাসিদার কাব্য সুষমাও সহজ সরল এবং সাবলীল। অদ্যাবধি এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কাসিদা রচয়িতার একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুসলিম বিশ্বের শান্তি, আনন্দ-উৎসব ও রাজ্যাভিষেক কালে ভক্ত ও অনুরাগীদের উচ্চকিত কণ্ঠে মহানবীর জীবনগাথাপূর্ণ কবিতাটি আজও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পঠিত হয়।[১৮]

---

১৭. Shaikh Faiizullah Bhai, Anthology of Arabic Poems about the Prophet and the Faith of Islam, (Lahore : Taj Company Ltd.) pp. 7-8: Qasidat-ul-Burda, op. cit., pp. 14-15

১৮. আবদুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী সাহিত্য*, পৃ. ৩৮

আবুল আ'লা আল-মা'আর্‌রি

দার্শনিক কবি আবুল আ'লা আল-মা'আর্‌রি (৯৭৩-১০৫৭ খ্রি.) ছিলেন আব্বাসীয় যুগের একজন খ্যাতিমান আরব কবি। তিনি তাঁর কোন কবিতায় বলেছেন, যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষের সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কবি আবুল আ'লা আল-মা'আর্‌রি তাঁর কবিতায় ন্যায়, সত্য, তাওহিদ, ইবাদাত, শরীরের পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করণের আহ্বানে রিসালাতের প্রভাব বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তি গেয়েছেন। কবির ভাষায় : [১৯]

دعاكم إلى خير الأمـــــــور محمد ** وليس العوالي في القنا كالســـوافل
حداكم على تعظيم من خلق الضحى ** وشهب الدجى من طالعات و آفل
والزمكم ما ليس يعجـــــــز حمله ** أخا الضعف من فرض له ونوافل
وحث على تطهير جســـــم وملبس ** وعاقب قذف المحصنات الغـوافل

"হযরত মুহাম্মদ (সা:) তোমাদেরকে সর্বোত্তম কার্যাবলীর দিকে আহ্বান করেছেন, আর বর্শার উপরিভাগ নিম্নভাগের মত নয়। তিনি তোমাদেরকে ঐ সত্তার সম্মান প্রদর্শনের দিকে পরিচালিত করেছেন, যিনি উদীয়মান ও অস্তগামী প্রভাব এবং অন্ধকারের শিখা সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক ও ঐচ্ছিক কার্যাবলীর এমন কিছু আবশ্যক করেছেন যা দুর্বলদের পক্ষে বহন করা কঠিন নয়। তিনি দেহ এবং পোষাক-পরিচ্ছেদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন, আর পূত-পবিত্র মহিলাদের কুৎসা রটনার ব্যাপারে শাস্তির বিধান করেছেন।"

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগে (১৭৯৮ খ্রি. থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত) পূর্ববর্তীদের অনুসরণে অনেক কবি সাহিত্যিক রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তিমূলক কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ যুগে রাসূল প্রশস্তিগাথা কবিতার রচনারীতি, বিষয়বস্তু ও ভাবধারাতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। ভাষার প্রাঞ্জলতা, যুগোপযোগী সহজ সাবলীল বর্ণনা ও কাব্যশৈলীতে রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রতি গভীর অনুরাগ, অকৃত্রিম ভালবাসার শিল্পসম্মত বহিঃপ্রকাশ-

---

১৯. আহমাদ আল-হুফী, *আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী*, পৃ. ৭৬

এসব নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ায় আধুনিক যুগে রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তির ধারাটি বেশ উন্নতি লাভ করে।

আধুনিক যুগে রাসূল প্রশস্তিগাথা রচয়িতাগণের মধ্যে সৈয়দ আলী আল-দারবীশ, মাহমূদ সামী আল-বারুদী, শেখ মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব, সৈয়দ আলী আবু নাসর, কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী বেক প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শফীউদ্দীন আঁল-হিল্লী (মৃ. ৭৫০ হি.) ইবন জাবির আল-আন্দালুসী আল-দারীর (মৃ. ৭৮০ হি.), ইয়যুদ্দীন আল-মুসিলী (মৃ. ৭৮৯ হি.), তাকীউদ্দীন আল-হামাভী (মৃ. ৮৩৭ হি.), আয়েশা আল-বা'উনিয়া (মৃ. ৯৩০ হি.) ও সাফওয়াত আল-সা'আতী (মৃ. ১২৯৮ হি.), ইবনু নুবাতা, আহমাদ মুহাররাম, আবুল বাকী আল-উমারী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:)-এর প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন।

সৈয়দ আলী আল-দারবীশ

সৈয়দ আলী আল-দারবীশ (মৃ. ১৮৫৩) ছয়টি কাসিদার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তি গেয়েছেন, যার অধিকাংশ শাব্দিক ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ।

সৃষ্টিকুলের নেতা হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর উজ্জ্বল কীর্তি ও গৌরবদীপ্ত জীবনের প্রশংসা করতে গিয়ে আল-দারবীশ বলেছেন :[২০]

امام كل رسـول عند بارئـه ** مبرأ لانباريـه ذووا النعم

سر الحدوث ومـولى من له قدم ** صدق ومادحه الموصـوف بالقدم

وانه لو لاه لم تخلق ملائكـة ** ولا الحجاب الذي عند العروج رمي

"তিনি (হযরত মুহাম্মদ (সা:) প্রেরিত মহাপুরুষগণের নেতা, তিনি তাঁর স্রষ্টার নিকট নিষ্পাপ, সম্পদশালীরা তাঁর সাথে পবিত্রতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে না। তিনি ঘটনা সংঘটনের রহস্য এবং সত্যাশ্রয়ীর অভিভাবক ; আর তাঁর প্রশংসাকারী 'অনাদি' গুণে বিভূষিত। আর যদি তিনি না হতেন তাহলে ফেরেশতাদেরও সৃষ্টি করা হতো না এবং সৃষ্টি করা হতো না আচ্ছাদন, যা ঊর্ধারোহণকালে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।"

---

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

মাহমুদ সামী আল-বরূদা

রাসূল প্রশস্তি রচয়িতাগণের মধ্যে অন্যতম প্রখ্যাত কবি মাহমুদ সামী আল-বরূদী (১৮৩৯-১৯০৪)। তিনি নবী করীমের প্রশংসায় দুইটি কাসিদা রচনা করেন।

৪৪৭ পংক্তি বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাসিদাটি আল-বু'সিরীর 'কাসিদা আল-বুরদা'-র ওযন ও ছন্দে রচিত ; যার শিরোনাম হচ্ছে " " (কাশফুল গুম্মাহ্ ফি মাদ্‌হি সায়্যিদিল উম্মাহ্)। কাসিদার ভূমিকায় কবি বলেন : "আমি এ কাব্য গ্রন্থে মহানবী (সা:)-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করেছি। উক্ত ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি সীরাতে ইবন হিশামের অনুসরণ করেছি।"[২১] রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর প্রশস্তির প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে 'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থের খ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত।

প্রথম কাসিদার ন্যায় নবীর অসীলা ও শাফা'আত কামনায় এই কাসিদাটি শেষ করেছেন।

কবি আল-বারূদী নবী প্রশস্তিতে রচিত তাঁর কবিতায় উসমানী আমলে রাসূলুল্লাহর (সা:) বন্দনাকারীদের বাঁধাধরা নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শেখ মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব

উসমানীয় আমলে রাসূলুল্লাহর (সা:) বন্দনাকারীদের মধ্যে সৈয়দ মুহাম্মদ আল-নাশ্‌সার ও শেখ মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব উল্লেখযোগ্য। শেখ মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব মহানবীর প্রশংসায় তিনটি কাসিদা রচনা করেছেন। ১২৩ পংক্তি বিশিষ্ট একটি কাসিদার শিরোনাম "ظِلُّ البردة" (যিল আল-বুরদা) কবিতাটির প্রথম পাঁচ পংক্তি প্রণয়গীতি সম্পন্ন, তারপর মুসলমানদের হৃত গৌরব ও বর্তমান দুঃখজনক অবস্থায় আক্ষেপ করে প্রাক-ইসলামি যুগের আরবদের অবস্থা, নবী করীমের কুলজিনামা, তাঁর জন্ম, দুগ্ধপান, চরিত্র, দাওয়াত, রিসালাত, কুরাইশদের বিরোধিতা, হিজরত ও আনসারগণের সহায়তা ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ কবিতার দুটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :[২২]

أعزى بك الشوق بعد الشيب والهرم ** سار طوى البيد من نجد إلى الهرم

مجد بناه الذي قاض الوجـــود بـه ** نورا له قامـــت الدنيا من العدم

---

২১. মাহমুদ সামী আল-বারুদী, *কাশফুল গুম্মাহ ফী মাদহি সায়্যিদিল উম্মা*, (মিসর, : আল-জারীদাহ প্রকাশনী, ১৩২৭

২২. আহমাদ আল-হুফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১, উদ্ধৃত *দীওয়ানে আব্দুল মুত্তালিব*, পৃ. ৫২

"আমি শুভ্রকেশ ও বার্ধক্যের পর আপনার মাধ্যমে আমার আগ্রহকে খুঁজে পেয়েছি। যা নাজ্‌দ থেকে মিসর পর্যন্ত সুদীর্ঘ ভয়াবহ মরুভূমিতে ভ্রমণরত। (এটি) এমন একটি গৌরব, যাকে এমন এক সত্তা নির্মাণ করেছেন, যার বদৌলতে অস্তিত্ব জগৎ আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে, তাঁরই নিমিত্ত অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এসেছে।"

৮৪ পংক্তি ও হামযা ছন্দ বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাসিদায় কবি বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিনে কুরাইশদের প্রতি মহানবীর সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন :[২৩]

أرى العيس حسري ما بهن دمـــاء ** فعدهن سلعا إنهن ظـــمآء

سقاهم كؤوسا لم يرنق شــــــرابها ** عليهم عناد أسلفوا وعداء

وأنزلهمَ من حلمـــــــــه ظل باذخ ** لهم في ذراه منـزل ووفاء

فراغوا إليه بالقلـوب ومـــــــلوها ** وداد له فـــي دينه و ولاء

"আমি উষ্ট্রীপালকে ক্লান্ত অবস্থায় দেখছি যে, এদের মধ্যে কোন স্পন্দন নেই, অনন্তর আপনি এদের পবিত্র মদীনার 'সালআ' নামক পাহাড়ে পানি পান করান, কেননা এগুলো ছিল তৃষ্ণার্ত। তিনি (মুহাম্মদ) তাদেরকে (যুদ্ধবন্দীদের) পেয়ালা ভর্তি পানি পান করিয়েছেন ; যার পানীয় ঘোলাটে হয়নি। যাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তীতে অবাধ্যতা ও শত্রুতা (অভিযোগ) ছিল। তিনি তাদেরকে নিজ সহনশীলতার মাধ্যমে এমন বিশাল ছায়ায় অবতরণ করালেন যার অগ্রভাগে ছিল তাদের জন্য আবাসস্থল এবং প্রতিশ্রুতিপূরণ। অতঃপর তারা সর্বান্তকরণে তাঁর প্রতি আবির্ভূত হয়, ফলে তাঁর ধর্মের প্রতি তাদের প্রীতি ও ভালবাসা দ্বারা তাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছিল।"

তাকীউদ্দীন আল-হামাভী

তাকীউদ্দীন আল-হামাভী (মৃ. ৮৩৭ হি.) মিসরের একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তিমূলক একটি দীর্ঘ কাসিদা রচনা করেন, যার দু'টি চরণ নিম্নে

---

২৩. *প্রাগুক্ত।*

উদ্ধৃত হল :[২৪]

شذت بكم العشاق لما ترنمـــوا ** فغنوا وقد طاب المقام وزمزم
وضاح شذاكم بين سلع وحاجر ** فكــــان دليل الظاعنين إليكم

"হে রাসূল ! আপনার নামে প্রেমিক গেয়েছে, সুর তুলেছে এবং মাকাম ও যমযম তার মন ভরেছে। আর সিলা' ও হাজির মাঝে আপনার সুবাস ছড়িয়েছে ; অনন্তর আপনার পথিকদের তা পথ দেখিয়েছে।"

ইবনু নুবাতা

জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু নুবাতা মিসরের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তিমূলক পাঁচটি সুদীর্ঘ কাসিদা রচনা করেন। তাঁর শানে ইবনু নুবাতা বিরচিত কবিতাগুলো হচ্ছে : আল-কাসিদাতুর রায়িয়্যাহ, আল-কাসিদাতুল আইনিয়্যাহ, আল-কাসিদাতুল লামিয়্যাহ, আল-কাসিদাতুল মীমিয়্যাহ ও আল-কাসিদাতুল হামযিয়্যাহ।

৯০ পংক্তি বিশিষ্ট 'আল-কাসিদাতুর রায়িয়্যাহ' ইবনু নুবাতার সর্বোত্তম স্তুতিগাথা। এখানে কবি রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশংসা করতে গিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন :[২৫]

تحزم جبريل لخدمة وحيــه ** وأقبل عيسى بالبشارة يجهـــر
فمن ذا يضاهيه وجبريل خادم** بمقدمه العالي عيسى مبشر

"হযরত জিব্রাইল (আ:) ওহীর খেদমতে সদা প্রস্তুত, আর হযরত ঈসা (আ:) এনেছেন তাঁর (হযরত মুহাম্মদ সা:) সুসংবাদ। সুতরাং হযরত জিব্রাঈল যাঁর খাদিম এবং হযরত ঈসা (আ:) যাঁর আগমনের বার্তাবাহক, কে তাঁর সমান হতে পারে?"

৮৮ পংক্তি বিশিষ্ট 'আল-কাসিদাতুল আইনিয়্যাহ' -এর দু'টি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :[২৬]

مادا عسى المديح الطهور يدير من ** كأس الثناء بعد الكتاب المترع
بعد الحواميم التــــــــي بثنائها ** هبطت إليك من المحل الأرفع

২৪. আহমাদ আলী,'আরবী কবিতায় হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর প্রশস্তি' ঢাকা, *সীরাত স্মরণিকা*, ১৯৯৮, পৃ. ৯৪-৯৫
২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪
২৬. *প্রাগুক্ত*

"যেখানে পবিত্র কুরআন আপনার প্রশংসায় ভরপুর! সেখানে আপনার তরে আমাদের প্রশংসা কিবা হবে? উচ্চ স্থান (আল্লাহর পক্ষ) থেকে আপনার প্রশংসায় 'হা-মীম' অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এর পর আমার প্রশংসা কি'বা হতে পারে?"

৭৯ পংক্তি বিশিষ্ট 'আল-কাসিদাতুল লামিয়্যাহ' তে রাসূলুল্লাহর (সা:) অসীলায় শাফাআত কামনা করে কবি বলেন :[২৭]

يا خاتم الرسل لي في المذنبين غدا** على شفاعتك الغراء تعويل

"হে শেষ রাসূল! আগামী কাল (হাশরের ময়দানে) আপনার চমকপ্রদ শাফাআত পাওয়ার জন্য গুনাহগারদের মাঝে উচ্চস্বরে কান্নাই হবে আমার সম্বল।"

৬৯টি পংক্তি বিশিষ্ট "আল-কাসিদাতুল হামযিয়্যাহ"তে ইবনু নুবাতা রাসূলুল্লাহর (সাং) প্রশংসা করতে গিয়ে সত্যি বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর নূর বা জ্যোতি:ই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে সূর্যের আলোর উৎস। কবির ভাষায় :[২৮]

و أين الشمسُ منه سنا ولو لا ** ســناه لما ألــم بها سناء

"তাঁর (নবী মুহাম্মদের) সামনে সূর্যের আলো (এর মূল্য) কোথায়? যদি তাঁর (নবী মুহাম্মদের) আলোই না থাকতো, তবে উহার (সূর্যের) কোন আলোই থাকতো না।"

আহমাদ শাওকী বেক

আধুনিক যুগের আরবি কবিতার 'আমীর আল-শু'আরা' (কবি সম্রাট) আহমাদ শাওকী বেক (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.) রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তিতে ৫টি কাসিদা রচনা করেছেন এবং অনেক কাসিদায় বিচ্ছিন ভাবে নবীজির প্রশংসা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা:) শানে নিবেদিত আহমাদ শাওকীর নবী প্রশস্তিমূলক কাসিদাগুলোর মধ্যে " نهج البردة' ' (নাহ্জ আল্-বুরদা), " " ذكر المولد ' (যিক্র আল-মাওলিদ), " " ذكر المولد البائية " '(যিক্র আল-মালিদ আল-বারিয়্যা),

২৭. *প্রাগুক্ত*
২৮. *প্রাগুক্ত*

الهمزية النبوية "(আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা),
" "السيرة النبوية الشريفة" " (আল-সীরাত আল-নাবাবিয়্যা আল-শারীফা) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯০ পংক্তি বিশিষ্ট রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশস্তিগাথা 'নাহ্জ আল-বুরদা' কবিতায় মহানবীর অনেক মু'জিযার বর্ণনা, ওহীর অবতরণ, কুরআন, হাদিস প্রভৃতি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহর (সা:) জন্ম, তৎসংশ্লিষ্ট অলৌকিক ঘটনাবলি, প্রাক-ইসলামি যুগের সামাজিক সন্ত্রাস, প্রতিমাপূজা, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের শক্তিশালী শাসকদের দুর্বলদের প্রতি অন্যায়-অবিচার, নবীজির মি'রাজ গমন, হিজরত, গুহায় আত্মগোপন, গুহার দ্বারে মাকড়শার জাল বুনন ও কবুতরের খড়কুটো স্থাপন, রাসূল (সা:)-এর সুমহান চরিত্র, তাঁর দাওয়াতের প্রভাব, রাসূলের বীরত্ব ও জিহাদ এবং কাসিদার পরিসমাপ্তিতে রাসূলের শাফাআত ও অসীলা কামনা করা হয়েছে। যেমন-কবি আহমাদ শাওকী রাসূলুল্লাহকে বিচার দিবসে মহান সুপারিশ অধিকর্তা বলে অভিহিত করে বলেন :[২৯]

محمد صفوة الباري، ورحمـــــته ** بغيه الله من خلق ومـــن نســـ
وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة ** متى الورود وجبريل الأمين ظمـي
فاق البدور، وفاق الأنبياء، فكـــم ** بالخلق والخلق من حسن ومن عظم

"হযরত মুহাম্মদ (সা:) স্রষ্টার মনোনীত পবিত্রতম ব্যক্তি ; তাঁর করুণা এবং তিনি সৃষ্টিকুলের ও মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য ব্যক্তি। তিনি হাউজে কাউসারের অধিপতি, যে দিন রাসূলগণ জিজ্ঞাসা করবেন যে, কখন তথায় অবতরণ করা হবে এবং বিশ্বস্ত জিব্রাঈল (আ:) ও পিপাসা উপলব্ধি করবেন। আর তিনি পূর্ণিমার চাঁদসমূহের ও নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন ; সুতরাং সৃষ্টিকুলে ও উত্তম চরিত্রাবলীতে তাঁর কতই না সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব রয়েছে।"

৯৯ পংক্তি বিশিষ্ট রাসূলুল্লাহর প্রশংসাসূচক শাওকীর দ্বিতীয় কাসিদা 'যিকর আল-মাওলিদ'ও প্রণয়গীতি দিয়ে সূচনা। পরবর্তীতে নবী করীমের জন্মবৃত্তান্ত, চরিত্র, জিহাদ, মর্যাদা, তাঁর কতিপয় অলৌকিক ঘটনা এবং পরিশেষে তাঁর অসীলা ও পবিত্র

---

২৯. আহমাদ শাওকী, *আল-শাওকিয়্যাত,* ১ম খণ্ড, বৈরূত, দার আল-কিতাব আল-আরবী, তব. বি.), পৃ. ১৯৫-৯৭

রওযা মুবারক যিয়ারতের কামনা দিয়ে শেষ করা হয়েছে। কবির ভাষায় :[৩০]

رسول الله لن يشقى ** ببابك من يتممه
وأين النار من بشر ** بسدته تحرمه؟
أنا المرحوم يومئذ ** بشعر فيك أنظمه

"হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার দ্বার থেকে তার ইচ্ছা পোষণকারী নিরাশ হয় না। এমন একজন মানুষ যার দর্শনের মাধ্যমে তার জন্য নরক হারাম হয়ে যায়। সেদিন আমি আপনার শানে রচিত আমার কবিতাবলি দ্বারা ক্ষমা প্রাপ্ত হব।"

৭১ পংক্তি বিশিষ্ট 'যিক্‌র আল-মাওলিদ আল-বায়িয়্যা' কবিতাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রণয়গীতি, পার্থিব জগতের বর্ণনা, হিকমাত এবং রাসূলুল্লাহর (সা:) প্রশংসা ও তাঁর অসীলা কামনা। এখানে কবি আহমাদ শাওকী রাসূলুল্লাহ (সা:)কে পরোপকারী নবী বলে অভিহিত করে বলেছেন :[৩১]

نبي البرّ، بينه سبيلا ** وسن خلاله، وهدى الشعابا
تفرق بعد عيسى الناس فيه ** فلما جاء كان لهم متابا
وشافي النفس من نزعات شر ** كشاف من طبائها الذئابا

"তিনি পরোপাকারী নবী, তাঁকে আল্লাহ্ সৎপথ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর পথকে রীতি-নীতি হিসেবে পরিগণিত করেছেন এবং সঠিক রাস্তাসমূহ প্রদর্শন ক'রেছেন। হযরত ঈসা (আ:) এর পরে লোকেরা পরোপাকারিতার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য পোষণ করে, অনন্তর যখন হযরত মুহাম্মদ (সা:) আগমন করেন, তখন তিনি তাদের প্রত্যাবর্তন স্থলে পরিণত হন। তিনি অমঙ্গলের ছোবল থেকে মানবাত্মাকে আরোগ্য দানকারী, ব্যাঘ্রদেরকে তাদের মন্দ স্বভাব থেকে আরোগ্য দানকারীর ন্যায়।"

১৩১ শ্লোক বিশিষ্ট 'আল-হামযিয়্যা আল-নাবাবিয়্যা' কাসিদায় রাসূলুল্লাহর (সা:) জন্মবৃত্তান্ত, রিসালাতের প্রতি মানবজাতির প্রয়োজনীয়তা, তাঁর জন্মকালীন সময়ের অলৌকিক ঘটনা মি'রাজ, আম্বিয়াদের উপর মর্যাদা ও প্রভাব, সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্য ও জিহাদ এবং পরিশেষে নবী করীম সা:)-এর শাফাআত কামনা উল্লেখ

৩০. আহমাদ আল-হুফী, *আল ইসলাম ফী শি'র শাওকী*, পৃ. ১৫০
৩১. আহমাদ শাওকী *আল শাওকিয়্যাত* ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১

রয়েছে। যেমন কবি শাওকী তাঁর " الهمزية النبوية " কাসিদায় যথাযথ সম্মান, মর্যাদা ও সৌন্দর্য সহকারে মহানবীর জন্মবৃত্তান্ত উপস্থাপন করে প্রশস্তি গেয়েছেন :[৩২]

ولد الهدى فالكائنات ضياء ** فم الزمان تبسم وثناء

الروح والملأ الملائك حوله ** للدين والدنيا به بشراء

العرش يزهو، والحظيرة تزدهي ** والمنتهى والسدرة العصماء

وحديقة الفرقان ضاحكة الربا ** بالترجمان، شذية غناء

"সৎপথ প্রদর্শক জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তর সৃষ্টিকুল আলোকিত হয়, আর কালের মুখ প্রশংসা ও মৃদু হাসিতে মত্ত হয়, তাঁর আশে-পাশে জিব্রাইল (আ:) ও তাঁর পার্শ্বস্থ নেতৃস্থানীয় ফেরেশতাগণ নবীর মাধ্যমে ধর্ম ও দুনিয়াবাসীর প্রতি শুভ সংবাদ প্রদান করেন। পবিত্র আরশ ঝলমল্ করছে, আর বেহেশতের আঙ্গিনার প্রান্ত ও পবিত্র কূলবৃক্ষ আত্মগর্ব বোধ করছে। সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী 'আল-কুরআনের' উদ্যানের অবস্থা এই যে, অকাট্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপারগুলো ভাষ্যকারের হযরত মুহাম্মদ (সা:) মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করছে, সুগন্ধ ছড়াচ্ছে ও গান গাচ্ছে।"

শাওকী বিরচিত 'দুআল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'আল-সীরাত আল-নাবাবিয়্যা আল শারীফা' কবিতায় ১৫৩ পংক্তি ব্যাপী রাসূলুল্লাহর জীবনচরিতের বর্ণনা রয়েছে, যার প্রারম্ভিক কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হল : [৩৩]

محمد سلالة النبوه ** ابن الذبيح الطاهر الأبوه

العربي طيبه نبيله ** القرشي الباذخ القبيله

أبوه ذو النور الجميل الجعد ** ومرضعوه النصحاء سعد

وبيته النجم الرفيع شهره ** نبعتاه هاشم و زهره

"হযরত মুহাম্মদ (সা:) প্রেরিতব্যের বংশধর, ইসমাঈল যাবীহুল্লাহর পুত্র এবং

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৩৩. আহমাদ শাওকী, *দুআল আল-আরব ওয়া উযামা আল-ইসলাম,* বৈরূত, দার আল-আউদা, ১৯৮১, পৃ. ২২

পবিত্র পিতৃকুল বিশিষ্ট। তিনি আরবী, পূত:পবিত্র, সম্ভ্রান্ত, কুলীন কুরাইশ বংশীয়। তাঁহার পিতা দানশীল, উজ্জ্বল আলোর অধিকারী ; আর তাঁর (শৈশবকালীন) দুগ্ধদানকারীগণ হচ্ছেন সা'দ গোত্রের অলংকার প্রাঞ্জলভাষী। আর তাঁর সুখ্যাতি সুউচ্চ তারকা সদৃশ্য ; তাঁর পিতৃ ও মাতৃকুলের উৎসমূল হচ্ছে আরব নেতৃস্থানীয় আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম এবং আবদে মান্নাফের পিতা যহ্‌রা।"

এতদ্ব্যতীত আহমাদ শাওকী বিরচিত ' " كبار الحوادث في وادي النيل " (কিবার আল- হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আল-নীল),

مرحبا بالهلال (মারহাবান বিল হিলাল), " إلى عرفات " (ইলা আরাফাত) প্রভৃতি কাসিদায় রাসূলুল্লাহর প্রশস্তিসূচক বিক্ষিপ্ত পংক্তি রয়েছে।[৩৪]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল-বু'সিরী থেকে আহমাদ শাওকী পর্যন্ত এই সময়কালে ইসলামি ভাবধারায় আল-বারূদী ও আবদুল মুত্তালিব ছাড়া অন্যদের কবিতায় মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রশস্তিতে বাহ্যিক অবয়বটিই মুখ্য হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। এসব কবিতায় বিষয়বস্তুতে তেমন গভীরতা নেই। এগুলোর চিন্তাধারা অনেকটা ভাসা-ভাসা প্রকৃতির। এই সময়ের কবিগণ বিষয়বস্তুর চেয়ে বাক-চাতুর্য ও শৈল্পিক সমৃদ্ধির প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁদের প্রশস্তিগাথা কবিতায় অলৌকিক কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রথমত এক মুষ্ঠি নূর সৃষ্টি করেছেন, এর থেকে সৃষ্টি করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা:)কে, তারপর তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বজগত। অবশ্য আল-বু'সিরী এই গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। কবির ভাষায় :[৩৫]

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من ** لـــولاه لم تخرج الدنيا من العدم

"ঐ ব্যক্তির [হযরত মুহাম্মদ (সা:)] প্রয়োজনীয়তা কিভাবে দুনিয়ার প্রার্থনা জানায়, অথচ তিনি না এলে এ ধরাই অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আসতো না।"

এ সময়ের কবিগণ গতানুগতিকভাবে প্রণয়গীতির মাধ্যমে তাঁদের কবিতার সূচনা করেছেন এবং মহানবীর অসীলা, শাফা'আত কামনা ও রচনার ইতিহাস প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে সমাপ্ত করেছেন। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগে সাহিত্যের অন্যান্য ধারার ন্যায় আরবি কাব্যে রাসূলুল্লাহর প্রশস্তির ধারাটি ক্রমোন্নতি লাভের পাশাপাশি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যে বিকাশিত হয়। বর্তমানকালে রাসূলুল্লাহর প্রশস্তি রচনায় অনেক কবি-

---

৩৪. *আল-ইসলাম ফী শি'র শাওকী*, পৃ. ৮৯
৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

সাহিত্যিককে নবী করীমের পুত:পবিত্র গৌরবদীপ্ত জীবনের মহান নীতিময় দিকগুলোকে ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শিল্পসম্মত আঙ্গিকে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ রচনা করতে দেখা যায়, যাতে রাসূলুল্লাহর (স:) জীবনচরিতের আদর্শ গুণাবলি ও নন্দিত বৈশিষ্ট্যগুলি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় রাসূলুল্লাহর (স:) প্রশস্তি গাথাগুলিতে ভাষার প্রাঞ্জলতা, বর্ণনাভঙ্গির সাবলীলতা ও রচনারীতির প্রাসঙ্গিকতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর প্রতি গভীর অনুরাগ ও অকৃত্রিম ভালবাসার শিল্পসম্মত বহি:প্রকাশ এক নব দিগন্ত উন্মোচন করে।